তারিখ 20 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

দৈনিক
ইনকিলাব

জবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ

আহত ৮ গ্রেফতার ৩

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি ও সেক্রেটারি গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত হয়েছে ৮ জন। ৩ জনকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। গুরুতর আহত সভাপতি সমর্থিত নেতা শ্রাবণ'কে স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল (শনিবার) বেলা ১১.৩০ মিনিটে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কলাভবন ও কাঁঠালবাগানের সামনের টেন্টে অবস্থান নেয়। পরে সেক্রেটারি গ্রুপের নেতা-কর্মীরা সভাপতি গ্রুপের নেতা-কর্মীদের সাথে পূর্বশত্রুতার জের ধরে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে ধাওয়া দেয়। সভাপতি গ্রুপের নেতা-কর্মীরা ধাওয়া খেয়ে কলাভবন থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত যেয়ে ভিসি কার্যালয়ের কাছাকাছি গেলে শ্রাবণ ড্রেনে পড়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে সেক্রেটারি গ্রুপ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। ব্যাপক মারধর করে তাকে। এতে মুহূর্তে দৃশ্যপট পাল্টে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলতে থাকে। পরে পুলিশ কঠোর অবস্থান নিলে সভাপতি গ্রুপ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে এবং সেক্রেটারি -গ্রুপের নেতা-কর্মীরা পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সেক্রেটারি গাজী আবু সাঈদকে ফোন করে। সে ক্যাম্পাসে আসলে পুলিশের সহযোগিতায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করে তারা। ক্যাম্পাসে দায়িত্বরত পুলিশ সূত্র জানায়, ঘটনার সময় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হল, জসিম, সুমন ও আরিফ।

ছাত্রলীগ দলীয় সূত্র মতে, সংঘর্ষ চলাকালে দুই গ্রুপে আহত হয়েছে ৮ জন। তারা হল শ্রাবণ, জীবন, জাকির, শিশির, ফারুক, আরিফ, সোহাগ, নাজমুল। তবে এদের মধ্যে শ্রাবণের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

জানা যায়, দেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি না থাকায় এ ধরনের সংঘর্ষ প্রায়ই হয়ে থাকে, যাতে ক্যাম্পাসে সবাইকে সতর্ক থাকতে হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রনেতা ইনকিলাবকে জানান, দীর্ঘদিন কমিটি নেই, কমিটির জন্য আবেদনেরও সাড়া নেই। সিনিয়র নেতাদের অনেকের ছাত্রত্বও নেই। জুনিয়র নেতাকর্মীরা সিনিয়র নেতা-কর্মীদের নাম ভাঙিয়ে চলাফেরা করায় তা আরো দূরত্ব বেড়েই চলছে। তাই সংঘর্ষ হচ্ছে।

এ ব্যাপারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ ও কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি কামরুল হাসান রিপন জানান, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কিছু হবে, এটা স্বাভাবিক। তবে কমিটি ঘোষণার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংসদের ব্যাপার।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সেমিস্টার শিক্ষাবর্ষ' ২০০৬-০৭ শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় সেমিস্টারে ভর্তির সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে। তাদের দাবী ১ম সেমিস্টারে যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের দ্বিতীয় সেমিস্টারে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থীরা গতকাল আন্দোলন করেছে। পরে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের আশ্বাসে আন্দোলন পরিত্যাগ করে তারা। আন্দোলনকারীদের দাবীর ব্যাপারে জানতে চাইলে বিভাগীয় চেয়ারম্যান 'ইনকিলাব'কে জানান, আমি শিক্ষার্থীদের দাবী খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং তাদের আশ্বাস দিয়েছি। তবে এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করে শিক্ষার্থীদের জানাতে বলেছি। আসলে এই সমস্যাটা শুধু পরিসংখ্যান বিভাগেরই নয়, অন্যান্য বিভাগেরও।